দৈনিক ইনকিলাব

দৈনিক
ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা ঃ শনিবার, ৬ কার্তিক, ১৩৯৪

পৃষ্ঠা ... 1
24 OCT 1987
কলাম ... 1 ...
044

পাসের হার কম

বাংলাদেশের ৪টি শিক্ষা বোর্ডের ১৯৮৭ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল গত বৃহস্পতিবার ঘোষণা করা হয়েছে। এ পরীক্ষায় ৪টি বোর্ডের অধীনে সর্বমোট ২ লাখ ৩২ হাজার ৩শ' ৯১ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। তার মধ্যে ১ লাখ ১০ হাজার ৩শ' ৭ জন ছাত্র-ছাত্রী পাস করেছে। এই পাসের শতকরা হার গড়ে ৪৭.৪৭ এবং ফেল করেছে ১ লাখ ২২ হাজার ৮৪ জন। ফেলের শতকরা হার ৫২.৫৩। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের পাসের হার বেশী। ৪টি বোর্ডের মোট ছাত্রীর শতকরা ৪৮.১৩ ভাগ পাস করেছে আর ছাত্রদের মধ্যে পাস করেছে ৪৭.২৫ ভাগ। ছাত্রীদের তুলনায় ছাত্রদের পাসের হার .৮৮ ভাগ কম। এ বছর ১ লাখ ৭৬ হাজার ৩শ' ৪ জন ছাত্র এবং ৫৬ হাজার ৮৭ জন ছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল।

মোটামোটি এটা আনন্দের কথা যে, দেশের ছেলেমেয়েরা পরীক্ষা দিয়েছিল। ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। অনেক ছেলেমেয়ে পাস করেছে আবার অনেকে করেছে ফেল। যারা পাস করেছে তাদের আনন্দ হয়ে থাকলেও সে আনন্দ বেশীক্ষণ টেকসই হবে না। উচ্চতর শিক্ষার জন্য ভার্সিটি কিংবা উচ্চতর কলেজসমূহে ভর্তি হতে গেলেই সে আনন্দ ফুটো বেলুনের মত চুপসে যাবে। কারণ এবারের পরীক্ষায় আমাদের যত ছেলেমেয়ে পাস করেছে বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে তাদের জন্য অত আসন নেই। এ কারণে হিসেব করে দেখা গেছে যে, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৪৯ হাজার ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। দেয়ালে ঠুকে মাথা ভেঙ্গে ফেললেও বর্তমান অবস্থায় এদের জন্য কোন উপায় উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে না। কারণ দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহে আসন সংখ্যা কম। আফসোস!

কিন্তু প্রশ্ন সেখানে নয়। আমরা জানতে চাইব, ৪টি বোর্ডের অধীনে যে ২ লাখ ৩২ হাজার ৩শ' ৯১ জন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে ১ লাখ ১০ হাজার ৩শ' ৭ জন ছাত্র-ছাত্রী অকৃতকার্য হলো কেনো? এ কথা তো সকলেই জানেন যে, কৃতকার্য এবং অকৃতকার্য সকল ছাত্র-ছাত্রীকেই শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকগণ নিয়মিত পাঠদান করেছেন। এ ছাড়াও দু'-একটি ক্ষেত্র ছাড়া বাকী সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীকেই প্রথমবর্ষ থেকে পরীক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রাইভেট শিক্ষকগণ মাসিক উচ্চহারে বেতন নিয়ে পড়িয়েছেন। টেস্ট পরীক্ষায় সকল বিষয়ে পাস করার পরই তাদের ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। এর জন্য অভিভাবকগণ বিপুল পরিমাণ টাকা ব্যয় করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বোর্ডের পরীক্ষায় শতকরা ৫২.৫৩ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী ফেল করবে এটা কেমন কথা? এর পক্ষে যুক্তিসঙ্গত কারণ কি? তবে দু'টি বছর ধরে প্রতি মাসে মোটা অংকের বেতন নিয়ে প্রাইভেট শিক্ষকবৃন্দ ছাত্র-ছাত্রীদের কি পড়ান? লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যে শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণীকক্ষে পড়ান, তারাই প্রাইভেট শিক্ষক হিসেবেও পড়ান, তারাই টেস্ট পরীক্ষা এবং ফাইনাল পরীক্ষা নেন, খাতা দেখেন, নম্বর দেন। তাজ্জবের বিষয় এই যে, তারপরও শতকরা ৫২.৫৩ জন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় ফেল করে। এটাকে প্রাইভেট শিক্ষকদের প্রতারণা কিংবা ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

লক্ষণীয় যে, মাধ্যমিক কিংবা উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ড পরীক্ষার ফলাফলের এমন অবস্থা শুধু এইবার, একবার দৈবাৎ ঘটে গেছে এমন নয়। এমনটি প্রতি বছরই ঘটে। এটা এ দেশের শিক্ষা বোর্ডের প্রতিষ্ঠিত ট্রাডিশান। এ নিয়ে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, বোর্ড কিংবা শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সরকার কারোরই কোন মাথা ব্যথা নেই। এটা এ দেশের গা সহা গোদ রোগ। এ রোগের কোন চিকিৎসা নেই। কোন অস্ত্রোপচার চলে না। আমাদের প্রশ্ন, তবে এটা কি? অভিভাবকগণ প্রতিবছর নিয়মিত হাজার হাজার টাকা ব্যয় করবেন, শিক্ষকরা প্রাইভেট শিক্ষকতা করবেন, বোর্ড পরীক্ষা নেবে এবং ফলাফল ঘোষণা করবে আর সর্বশেষ ছাত্র-ছাত্রীগণ সগৌরবে পরীক্ষায় ফেল করবে। ব্যতিক্রমহীন, প্রতিকারহীন এই একই অবস্থার চাকা ঘুরতে থাকবে। এ কোন্ দেশের, কোন্ শিক্ষা ব্যবস্থার কাহিনী?

এই অবস্থাদৃষ্টে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, বোর্ড, মন্ত্রণালয় কিছু বলেন আর নাই বলেন, এত কম হারে পাস এবং বেশী হারে ছাত্র-ছাত্রীদের ফেল করতে দেখে আমরা মর্মাহত। এত যত্ন নেবার পরেও পাইকারী হারে ছাত্র-ছাত্রীদের ফেল করতে দেখে, এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, এ অকৃতকার্যতা প্রাইভেট শিক্ষকদের, এ ব্যর্থতা বোর্ডের। শতকরা ১, ২, ৩ ভাগ পর্যন্ত ফেল করার ঘটনা মেনে নেওয়া যেতে পারে কিন্তু শতকরা ৫২.৫৩ ভাগ একেবারেই অসহ্য একটা ধোঁকাবাজি।

সুতরাং এর একটা প্রতিকার হওয়া উচিত। এ বিষয়ে অভিভাবকবৃন্দ ও দেশবাসী বোর্ড এবং মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে অবশ্যই কিছু শুনতে চাইবে। অতএব আমরাও অপেক্ষায় রইলাম।